গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR):

১। প্রকল্পের নাম : দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুমদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

২। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প

৩। অর্থায়ন : জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (এডিবি)

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৬। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান	চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লোহাগড়া, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও গুমদুম

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (এডিবি)
মূল অনুমোদিত	:	১৮৫২৩৪.৯৭	৮১৫৪৭.৩৫	১০৩৬৮৭.৬২
১ম সংশোধিত	:	১৮০৩৪৪৭.৫০	৪৯১৯০৬.৬৪	১৩১১৫৪০.৮৬

৮। **বাস্তবায়নকালঃ**

মূল অনুমোদিত	:	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬
১ম সংশোধিত	:	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০২২

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

প্রকল্পটি চট্টগ্রামের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩১ কি:মি: এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুমদুম পর্যন্ত ২৮.৭৫২ কি:মি: অর্থাৎ ১২৯.৫৮৩ কি:মি: নতুন সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণের লক্ষ্যে ১৮৫২৩৪.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮১৫৪৭.৩৫ লক্ষ টাকা+ প্র:সা: (এডিবি) ১০৩৬৮৪.৬২ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ০৬/০৭/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে ১৮০৩৪৪৭.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৯১৯০৬.৬৪ লক্ষ টাকা+ প্র:সা: ১৩১১৫৪০.৮৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০২২ মেয়াদে ১ম সংশোধন করা হয়।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩১ কিলোমিটার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুমদুম পর্যন্ত ২৮.৭৫২ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ১২৯.৫৮৩ কিলোমিটার নতুন সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ;
- ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সাথে সংযোগ স্থাপন;
- পর্যটন শহর কক্সবাজারকে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা;

- পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন; এবং
- সহজে ও কম খরচে মাছ, লবণ, রাবারের কাচাঁমাল এবং বনজ ও কৃষিজ দ্রব্যাদি পরিবহন।

১১। <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:</u>

- ১২৯.৫৮৩ কিলোমিটার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ;
- ১৭৪১ একর ভূমি অধিগ্রহণ
- ৫২ টি মেজর ব্রিজ নির্মাণ
- ১৯০ টি মাইনর ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
- ১১৮ টি লেভেল ক্রসিং
- ২টি আন্ডারপাস নির্মাণ
- ১১ টি নতুন স্টেশন নির্মাণ

১২। <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ</u>

১২.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

১২.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.৩ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১২.৪ প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.৬ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশাধ সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, যানবাহন ক্রয়/ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৯ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি/ নির্মিত রেলওয়ে ট্র্যাকসহ অন্যান্য অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১২.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা/অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১২.১৩ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা, কি কি বিষয়ে অডিট আপত্তি ও তার পরিমাণ ইত্যাদি);

১২.১৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরিবেশের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান;

১২.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১২.১৬ আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

১৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টীম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা রেলওয়ের নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যালিং)	ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি	• রেলওয়ের সিগন্যালিং কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(গ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি	• বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক নির্মাণ, ব্রিজ নির্মাণ ও স্টেশন নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

** **পরামর্শকগণের ছবিসহ অন্যান্য প্রমাণক সংযোজন করতে হবে।**

১৪। <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল কমিটির সভা ১২ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১০০ কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৫। <u>ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:</u>

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।